বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
প্রধান প্রকৌশলী (পুর), মনিটরিং এর দপ্তর
পানি ভবন, ৭২ গ্রীন রোড,ঢাকা-১২০৫।
www.bwdb.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪২.০১.০০০০.০০৭.৩৭.০০১.২০.৭১

তারিখ: ৭ বৈশাখ ১৪২৯
২০ এপ্রিল ২০২২

বিষয়: **পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মার্চ, ২০২২ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-০৫ এর (খ) ও (গ) এবং ১৫ এর (চ) সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।**

সূত্র: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪২.০০.০০০০.৩২.০৬.০৬৪.১৭.২১০, তারিখঃ ১২.০৪.২০২২ খ্রিঃ।

উপযুক্ত বিষয় ও সূত্রে বর্ণিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পত্রটি এতদসংগে সংযুক্ত করা হলো (কপি সংযুক্ত)। উক্ত পত্রের আলোকে কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং- ০৫ এর সিদ্ধান্তের ক্রমিক নং-(খ) এ " দেশব্যাপী বাঁধের ঢাল, খালের পাড় ও বাপাউবো নিজস্ব জায়গায় বৃক্ষরোপন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে এবং মন্ত্রণালয় থেকে মনোনীত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকার বৃক্ষরোপন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করবেন" ও ০৫ এর সিদ্ধান্তের ক্রমিক নং-(গ) এ "এপ্রিল,২০২২ মাসের মধ্যে চারা সংগ্রহসহ বৃক্ষরোপনের স্থান নির্বাচন ও যথাযথভাবে প্রাক্কলন প্রস্তুত করতে হবে" এবং ১৫ এর সিদ্ধান্তের ক্রমিক নং-(চ) এ "বাপাউবো'র সকল কর্মকর্তাগণকে অফিসিয়াল মোবাইল ফোন নম্বর ব্যবহারের নির্দেশনা প্রদান করতে হবে" মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এমতাবস্থায়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মার্চ, ২০২২ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-০৫ এর (খ) ও (গ) এবং ১৫ এর (চ) সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

মহাপরিচালক, বাপাউবো মহোদয়ের সদয় অনুমোদনক্রমে এ পত্র প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

২১-৪-২০২২
মোঃ রফিকুল ইসলাম চৌবে
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর)
ফোন: ০২-২২২২৩০১০০
ইমেইল: ce.monitoring@bwdb.gov.bd

প্রধান প্রকৌশলী, বাপাউবো,
রাজশাহী/রংপুর/ফরিদপুর/বরিশাল/খুলনা/ঢাকা/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম/সিলেট।

স্মারক নম্বর: ৪২.০১.০০০০.০০৭.৩৭.০০১.২০.৭১/১(৫)

তারিখ: ৭ বৈশাখ ১৪২৯
২০ এপ্রিল ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পুর্ব রিজিয়ন), পুর্ব রিজিয়ন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) (রুটিন দায়িত্ব), পশ্চিম রিজিয়ন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৩) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), পরিকল্পনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
৪) সিএসও টু মহাপরিচালক, মহাপরিচালক-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
৫) সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট (অতিরিক্ত দায়িত্ব), কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

২১-৪-২০২২
মোঃ রফিকুল ইসলাম চৌবে
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা
www.mowr.gov.bd

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মার্চ, ২০২২ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	কবির বিন আনোয়ার সিনিয়র সচিব
সভার তারিখ	০৭ এপ্রিল, ২০২২
সভার সময়	সকাল ০২.০০ টায়
স্থান	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-'ক'

২। সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন।সভায় নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়:

ক্র. ন.	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১	২	৩	৪	৫
০১.	গত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।	গত সভার সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিবরণীতে শাখা, অধিশাখা কিংবা সংস্থাসমূহের কোন সংশোধনী বা দ্বিমত আছে কিনা তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হলে কোন সংশোধনীর প্রস্তাব না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হয়।	গত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হ'ল।	প্রশাসন-০২ শাখা, পাসম।
০২.	Time bound প্রতিবেদন প্রেরণ।	মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরসহ অন্যান্য মাসিক, ত্রৈমাসিক ও Time bound বিভিন্ন প্রতিবেদন ও তথ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে যথাসময়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় যথাসময়ে সকল প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	Time bound অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিবেদন ও তথ্য যথাসময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	প্রশাসন-০২ শাখা, পাসম।
০৩.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা।	এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) সভাকে অবহিত করেন, (ক) বর্তমান হালনাগাদ তালিকা অনুযায়ী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মোট প্রতিশ্রুতি ৫০টি। বাস্তবায়ন সমাপ্তকৃত ৩৭টি এবং বাস্তবায়নাধীন ৮টি। প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন	(ক) প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়নে বাপাউবো এবং মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (খ) বাপাউবো কর্তৃক দাখিলকৃত প্রকল্পসমূহ অনুমোদনের বিষয়টি তরান্বিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	উন্নয়ন-০২ শাখা, পরিকল্পনা উইং, পাসম ও বাপাউবো।

		ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন এরূপ প্রতিশ্রুতি ৫টি। (খ) বাস্তবায়নাধীন প্রতিশ্রুতিসমূহের আংশিক কার্যক্রম হিসেবে২টি ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। যথা: (১) “বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ ও পুর্নবাসন” শীর্ষক প্রকল্পের পুনর্গঠিত আরডিপিপি ২৭/০২/২০২২ তারিখে বাপাউবো হতে পানি সম্পদমন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। (২)“করতোয়া নদী উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পটি ২০২১-২২ অর্থ-বছরের এডিপি বইয়ের সবুজ পাতা হতে বাদ দেয়া হয়। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় মহোদয়ের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রণীত সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাস্তবায়নাধীন প্রতিশ্রুতির আওতায় ২টি প্রকল্পের ডিপিপি’র সর্বশেষ পর্যায় নিম্নরূপঃ ১। কুড়িগ্রাম জেলায় তিস্তা নদী পুনঃখননের জন্য ১টি পিডিপি প্রণয়ন করে ইআরডি-তে দাখিল করা হয়েছে। ২। কুড়িগ্রাম জেলায় গঙ্গাধর নদীর পুনঃখনন কাজ “৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন এরূপ২টি প্রতিশ্রুতিবাস্তবায়নের স্বার্থেনিম্নোক্ত ২টি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছেঃ ১।উড়িরচর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের বিষয়ে গত ১৯-২০ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় মহোদয় সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে ভাটির দিকে অতিরিক্ত ২ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ অন্তর্ভুক্তির নির্দেশনা প্রদান করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে ঐ কাজের নকশা অতি সম্প্রতি প্রণীত হয়েছে। সমীক্ষা হালনাগাদকরণ কমিটির প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর যথাদ্রুত পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা	ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।		

		ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হবে। ২। “কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত ভাঙ্গন প্রতিরক্ষা এবং টেকসই ও পরিবেশবান্ধব সৌন্দর্যবর্ধন” শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়েগত ২২/১২/২০২১ তারিখে সংশ্লিষ্ট স্টকহোল্ডারদের সাথে অনুষ্ঠিত আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। শীঘ্রই পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হবে।		

০৪.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন বিষয়ে আলোচনা।	সভায় যুগ্মসচিব (প্রশাসন) বলেন, ক) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। (খ) বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য "যমুনা রিভার ইকোনমিক করিডর ডেভোলপমেন্ট প্রোগ্রাম, ফেজ-১ (বাপাউবো অংশ)" শিরোনামে একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির উপর সিনিয়র সচিব, পাসম মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ০৭.১০.২০২১ খ্রিঃ একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাইলট প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য যমুনা/ব্রহ্মপুত্র নদীর বামতীরের ভাঙ্গন রক্ষার্থে টাংগাইল জেলার ভূয়াপুর ও কালিহাতী নামক ২টি স্থানকে নির্বাচন করা হয়েছে। এছাড়াও সিরাজগঞ্জ জেলার কাওয়াখালী চর স্টাবিলাইজেশন ও ড্রেজিং/খননের কম্পোনেন্ট অন্তর্ভূক্ত করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গত ১৫.০৩.২০২২খ্রিঃ কারিগরী কম্পোনেন্ট এর Draft Final Report দাখিল করেছেন। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Environment & Social Part এর সমীক্ষা রিপোর্ট দাখিল করবেন মর্মে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে ই-মেইলে অবগত করেছেন। এ বিষয়ে গত ০৮.০৩.২০২২খ্রিঃ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টরসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সভাপতি মহোদয় সমীক্ষা কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদনপূর্বক চলতি মার্চ/২০২২ এর মধ্যে ডিপিপি দাখিলের সদয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন। সমীক্ষা রিপোর্ট চূড়ান্তকরণপূর্বক রিপোর্টে প্রদত্ত সুপারিশের আলোকে ডিপিপি চূড়ান্তকরণ করা হবে। এ বিষয়ে সভাপতি প্রকল্পের নাম পরিবর্তনের বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য "যমুনা রিভার ইকোনমিক করিডর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, ফেজ-১ (বাপাউবো অংশ)" শিরোনামে পাইলট প্রকল্পের সমীক্ষা কাজ সম্পন্ন করে পুনর্গঠিত ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	বাপাউবো এবং সংশ্লিষ্ট শাখা, পাসম

০৫.	বার্ষিক কার্য সম্পাদন চুক্তি।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন) সভাকে অবহিত করেন, ক) ২০২১-২০২২ অর্থ বছরেরস্বাক্ষরিত এপিএ অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/সংস্থাসমূহের চুক্তিবদ্ধ কাজের বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। অর্ধ বার্ষিকীর অগ্রগতি প্রতিবেদন ১২ জানুয়ারি ২০২২ প্রেরণ করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ৩য় অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ করা হবে। খ) দেশব্যাপী বাঁধের ঢাল, খালের পাড় ও বাপাউবো নিজস্ব জায়গায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মাঠ দপ্তরসমূহে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গ) বর্ষা মৌসুমের পূর্বেই চারাসংগ্রহসহ বৃক্ষরোপণের স্থান নির্বাচন ও অন্যান্য বিষয়ে সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ এবং এ বিষয়ে নিয়মিত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য মাঠ দপ্তরসমূহে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। আগামী মাস হতে মাঠ দপ্তর হতে প্রাপ্ত বৃক্ষরোপনের প্রস্তুতি সম্পর্কিত অগ্রগতি প্রতিবেদন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হবে। সভাপতি আগামী এপ্রিল, ২০২২ মাসের মধ্যে চারা সংগ্রহের নির্দেশনা প্রদান করেন এবং মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণকে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করতে হবে। (খ) দেশব্যাপী বাধেঁর ঢাল, খালের পাড় ও বাপাউবো নিজস্ব জায়গায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে এবং মন্ত্রণালয় থেকে মনোনীত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করবেন। (গ) এপ্রিল, ২০২২ মাসের মধ্যে চারাসংগ্রহসহ বৃক্ষরোপণের স্থান নির্বাচন ও যথাযথভাবে প্রাক্কলন প্রস্তুত করতে হবে।	ক) প্রোগ্রামার, পাসম ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা। খ) বাপাউবো ও সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন শাখা পাসম গ) বাপাউবো ও পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন শাখা পাসম

০৬.	মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ, ই-ফাইলিং চালুকরণ, ভিডিও কনফারেন্সের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অন্যান্য আইসিটি বিষয়ক কর্যক্রম।	সভায় যগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান, ক) মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা, অধিশাখায় ই-নথি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহকে তাদের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদসহ এ মন্ত্রণালয়ে তথ্য হালনাগাদের রিপোর্ট প্রতি তিন মাস অন্তর প্রেরণ এবং তাদের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহকে নিয়মিত তথ্য বাতায়ন হালনাগাদের নির্দেশনা প্রদানসহ তথ্য হালনাগাদের রিপোর্ট প্রতি তিন মাস অন্তর মাঠ পর্যায় থেকে সংগ্রহ করার উদ্যোগ গ্রহণ করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহ হতে পাওয়া গেছে। গ) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক যথাসময়ে ভিডিও কনফারেন্স আয়োজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আইসিটি বিষয়ক সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে চলমান রয়েছে। যেমন; ১। ই-নথি সিস্টেম, ই-রিকুইজিশন সিস্টেম, ইকুইপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, জিআরএস সিস্টেম সংক্রান্ত কার্যক্রম। ২। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ ইত্যাদি। ৩। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৮ বাস্তবায়ন ও এর অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ। ৪। ইন্টারনেট, নেটওয়ার্ক, সার্ভার, কম্পিউটার মেইন্টেন্যান্স ইত্যাদি কার্যক্রম। ৫। ২০২১-২২ অর্থবছরের ই-গভার্নেন্স ও ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে আইসিটি, ই-গভার্নেন্স ও ইনোভেশন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দেয়া হয়েছে।	(ক) সকল শাখা, অধিশাখা এবং সংস্থাসমূহের নথিসমূহের কার্যক্রম ই-নথিতে সম্পাদন করতে হবে। ই-নথির পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ নথিসমূহ হার্ড নথিতেও সম্পাদন করা যাবে। (খ) সংস্থাসমূহ তথ্য বাতায়ন হালনাগাদের রিপোর্ট মাঠ পর্যায় থেকে সংগ্রহ করে প্রতি তিন মাস অন্তর মন্ত্রণালয়ে রিপোট প্রেরণ করবে। (গ) মন্ত্রণালয়ের আইসিটি শাখা সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণের বিষয়টি মনিটরিং করবেন এবং আইসিটি বিষয়ক সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদন করতে হবে। (ঘ) সংস্থাসমূহের ই-ফাইলিং কার্যক্রম তরান্বিত করতে হবে। (ঙ) প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভার কার্যবিবরণীর অনুলিপি শুদ্ধাচার বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে।	সকল সংস্থা প্রধান/ সকল অধিশাখা /শাখা, এবং আইসিটি শাখা, পাসম

০৭.	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহের শাখাওয়ারী অনিষ্পন্ন কার্যাবলি পর্যালোচনা।	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহের শাখাওয়ারী অনিষ্পন্ন কার্যাবলি নিয়ে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) সভায় জানান, (ক) মন্ত্রণালয়ের নিকট বাপাউবো'র অনিষ্পন্ন বিষয়ের তালিকা প্রেরণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী (পুর), মনিটরিং এর দপ্তর হতে বাপাউবো'র সকল দপ্তরকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রধান প্রকৌশলী (পুর), মনিটরিং এর দপ্তরকর্তৃক বিভিন্ন দপ্তর হতে গৃহীত তালিকা অনুসারে বাপাউবো'র ৫টি দপ্তরের ৬টি বিষয় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনিষ্পন্ন রয়েছে। এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান, মন্ত্রণালয় থেকে ইত:মধ্যে ৪টি বিষয় নিষ্পন্ন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের নিকট বাহাজউঅ, ওয়ারপো, নগই ও জেআরসি কোন অনিষ্পন্ন বিষয় নেই। (খ) সংস্থাপ্রধানগণের ই-নথি ড্যাশ বোর্ডের উপর অর্ধদিবস ব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজনের বিষয়ে এটুআই এর সাথে আলোচনা হয়েছে। ই-নথি হতে ডি-নথি ট্রান্সফরমেশনের কাজ চলমান রয়েছে, ট্রান্সফরমেশন শেষ হলে নতুন ভার্সন ডি-নথির ড্যাশবোর্ডের ওপর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে। কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর কর্তৃক গত ০৯.০২.২০২২খ্রিঃ হতে ৪দফায় ঢাকাস্থ দপ্তরে কর্মরত ৮৯ জন কর্মকর্তাকে ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন করা হয়েছে। ইহা ছাড়াও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বাড়াদি ও ভাগ্যকুল) এ অন্যান্য প্রশিক্ষণের সাথে ই-নথির প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে।	(ক) সংস্থাসমূহের নিকট মন্ত্রণালয়ের অনিষ্পন্ন বিষয়ের তালিকা এবং মন্ত্রণালয়ের নিকট সংস্থাসমূহের অনিষ্পন্ন বিষয়ের তালিকা প্রেরণ করতে হবে। (খ) সংস্থাপ্রধানগণের ই-নথি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(ক) সকল অধিশাখা/ শাখা পাসম ও সকল সংস্থা। (খ) আইসিটি শাখা, পাসম ও সকল সংস্থা।

০৮.	উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন) সভাকে অবহিত করেন, (ক) জানুয়ারি ২০২২ থেকে মার্চ ২০২২ তারিখ পর্যন্ত মোট ০৭ (সাত) জন জেলাভিত্তিক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মোট ২৪টি জেলায় ৩৭ টি চলমান ও সমাপ্ত প্রকল্পসহ ২৭৭টি আপদকালীন কাজ পরিদর্শন করেছেন। যে সকল কর্মকর্তা পরিদর্শন করেননি তাদেরকে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ২০ মার্চ ২০২২ তারিখের ৯২ স্মারকের মাধ্যমে তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে। (খ) কর্মকর্তাদের পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর সপ্তাহে এক দিন আলোচনা এবং প্রতিবেদনের উপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করার বিষয়ে গত ২২-০৩-২০২২ তারিখ বেলা ৩:৩০ ঘটিকায় একটি সভা আয়োজন করা হয়। কিন্তু পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর আলোচনা এবং পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করার জন্য কোন আগ্রহী কর্মকর্তা পাওয়া যায় নাই। (গ) বাপাউবোর উর্দ্ধতন কর্মকর্তগণ কর্তৃকমাঠ পর্যায়ের অফিস পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ বিষয়ের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের জন্য প্রধান প্রকৌশলী (পুর), মনিটরিং এর দপ্তর হতে গত ২০.১২.২০২১খ্রিঃ পত্রজারি করা হয়েছে। জনাব মো: মাহবুর রহমান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) ০৬/০২/২০২২ তারিখ এবং জনাব খন্দকার মো: রুহুল আমিন, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) ১৩/০১/২০২২ তারিখে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছেন।	(ক) জেলাভিত্তিক যে সকল ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট জেলার চলমান ও সমাপ্ত প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন করেননি তারা দুত পরিদর্শন পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন। যে সকল কর্মকর্তা পরিদর্শন করেননি তাদেরকে পরিদর্শন করার জন্য পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন শাখা হতে তাগিদপত্র দিতে হবে। (খ) কর্মকর্তাদের পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর সপ্তাহে এক দিন আলোচনা এবং প্রতিবেদনের উপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করার ব্যবস্থা পুনরায় গ্রহণ করতে হবে। (গ) বাপাউবোর উর্দ্ধতন কর্মকর্তগণকে মাঠ পর্যায়ের সকল প্রকল্পসহ অফিস পরিদর্শন করে মহাপরিচালক বাপাউবোর নিকট প্রতিবেদন দাখিল অব্যাহত রাখতে হবে এবং প্রতিবেদনের অনুলিপি মন্ত্রণালয়ে দিতে হবে।	(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, পাসম ও মহাপরিচালক, বাপাউবো। (গ) উপসচিব (পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন শাখা), পাসম। (ঘ) মহাপরিচালক, বাপা্উবো

০৯.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাপাউবো'র অব্যবহৃত জমিতে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের আবাসিক ভবন নির্মাণ।	প্রণীতব্য ডিপিপির Study কার্যক্রম চলমান রয়েছে।পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গত ২৬.০৯.২০২১ খ্রিঃ বাপাউবোর্ডে দাখিলকৃত Inception Report এর উপর অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, নকশা ও গবেষণা) এর সভাপতিত্বে গত ২৬.০৯.২০২১ খ্রিঃ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সকল জোনের প্রধান প্রকৌশলীগণের সহিত মতবিনিময় সভা করেন। মতবিনিময় সভায় জোনাল প্রধান প্রকৌশলীগণের সুনির্দিষ্ট মতামতের আলোকে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গত ০৯.১২.২০২১ খ্রিঃ Interim Report বাপাউবোর্ডে দাখিল করেছেন। দাখিলকৃত Interim Report এর উপর অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, নকশা ও গবেষণা) এর সভাপতিত্বে গত ৩০.০১.২০২২ খ্রিঃ বাপাউবোর্ডে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমীক্ষা প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৮০%। সমীক্ষা প্রকল্পের চূড়ান্ত রিপোর্ট পাওয়া সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। এ বিষয়ে সভাপতি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ডিপিপি দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করেন।	প্রণীতব্য ডিপিপির বিষয়ে সমীক্ষা প্রকল্পের সুপারিশের আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন করে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	পরিকল্পনা উইং পাসম ও বাপাউবো।

১০.	সংস্থাসমূহের মামলা সংক্রান্ত।	সভায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মামলাসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) সভাকে অবহিত করেন, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আপীল বিভাগে ৩৮টি, হাইকোর্ট বিভাগে ৬৯০টি ও নিম্ন আদালতসমূহে ৩৭৫৮টি সহ মোট ৪৪৮৬টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের মামলার সংখ্যা ১৩টি এবং বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের মামলার সংখ্যা ০৩টি সহ সর্বমোট মামলার সংখ্যা ৪,৫০২টি। আদালতে বিচারাধীন বাপাউবো, নগই ও বাহাজউঅ এর স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহ সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়ে সভাপতি বাপাউবোর সিরাজগঞ্জের জমির মামলার বিষয়ে জানতে চাইলে বাপাউবোর আইন কর্মকর্তা জানান, সিরাজগঞ্জের জমির মামলার বিষয়ে আপীল করা হচ্ছে। বাপাউবোর মালিকানাধীন ভূমিহতে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের লক্ষ্যে উচ্ছেদ-নথি সৃজনের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়ের সাথে মাঠ পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরের যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। আদালতে বিচারাধীন ও নিষ্পত্তিকৃত বোর্ডের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহের তথ্যাদি স্বয়ংক্রিয়করণের লক্ষ্যে একটি ডেটাবেইজ সফটওয়্যার তৈরির জন্য ইনোভেশন খাত হতে অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে এবং টেন্ডার আহ্বানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।	ক) মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং যে সকল ব্যক্তি বাপাউবো'র জায়গা দখল করে আছে তাঁদের উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) মামলাসমূহের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন (Break up) প্রদান করতে হবে। (গ) নগই ও হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (ঘ) ডেটাবেজ সফটওয়্যার তৈরীর যাবতীয় কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো, নগই, বাহাজউঅ, আইন শাখা/ বাজেট শাখাপাসম।

১১.	সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত তথ্য প্রদান।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন) বলেন, ৩১ জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত বাপাউবোর চলমান বিভাগীয় মামলার সংখ্যা-২৭টি। ফেব্রুয়ারি, ২০২২ মাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা: (-) ০২টি। বাপাউবোর বর্তমানে চলমান বিভাগীয় মামলার সংখ্যা: ২৫টি ফেব্রুয়ারি/২০২২ মাসে নতুন দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা: (+) ০১টি বাপাউবোর বিচারাধীন মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ২৬টি। নিস্পত্তিকৃত ২টি মামলায় ৪ জন কর্মকর্তা দোষী প্রমাণিত না হওয়ায় অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। ২টি মামলায় ২ জন কর্মচারী দোষী প্রমাণিত হওয়ায় দন্ড প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি ২ জনকে শাস্তি দেয়ার বিষয়ে আগামী সভায় বিস্তারিত উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। (খ) নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট: চলমান বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ২টি। ২টি মামলায় ১জন কর্মকর্তা এবং ১ জন কর্মচারী জড়িত। (খ) বিভাগীয় মামলাসমুহ বাপাউবো কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি দ্বারা বিভাগীয় মামলার বিষয়ে নীতিমালা অনুসরণ করে তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান আছে।	(ক) সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কতজনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রয়েছে, বিভাগীয় মামলা কি অবস্থায় আছে, কতজন শাস্তি পেয়েছে এবং কতজন খালাস পেয়েছে এ সংক্রান্ত তথ্য (শাস্তি ও খালাস পাওয়ার কারণ উল্লেখসহ) প্রেরণ করতে হবে। (খ) বিভাগীয় মামলার বিষয়ে নীতিমালা অনুযায়ি সকল পদক্ষেপ যথাযথভাবে অনুসরণ এবং বাপাউবোর ক্ষমতা অর্পন আদেশ অনুযায়ী মামলাসমূহ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে।	সকল সংস্থা প্রধান এবং আইন শাখা, পাসম
১২.	অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন) সভাকে অবহিত করেন, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মোট ০৪টি আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে। উক্ত ০৪টি আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত ০৪টি অডিট আপত্তির পুন: জবাব দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০২১-২২ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ৫০৯০টি অডিট আপত্তি রয়েছে। অডিট আপত্তি সাধারণত ব্রডশীট জবাব এবং দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে। ২০২১-২২ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত মোট ৩৪৯টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অনিষ্পন্ন আপত্তিসমূহ	অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সকল সংস্থা ও অডিট শাখা, পাসম।

		নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী যথারীতি জবাব প্রদান এবং দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৯টি ত্রি-পক্ষীয় সভা ও ৬টি দ্বি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভা সমূহে ১৯৪টি অডিট আপত্তি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং ১৮৪টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়াও আগামী ৩০ ও ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে পটুয়াখালী ও বরগুনা পওর বিভাগে ০২টি ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের ২০২১-২২ অর্থ বছরে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত মোট ২৩টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে। অনিষ্পন্ন আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী যথারীতি জবাব প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট ০৭টি অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি রয়েছে। উক্ত আপত্তি সমূহের যথারীতি জবাব প্রদান করা হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার ০৫টি অডিট আপত্তি রয়েছে। ফেব্রুয়ারি/২২ সালে ০২টি আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। বর্তমানে ০৩টি আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে। অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে।		

১৩.	উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির পর বিধি মোতাবেক প্রকল্পের ইকুপমেন্ট/গাড়ী ব্যবহার/হস্তান্তর।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন) সভায় জানান যে, (ক) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়ী সংস্থাসমূহের টি.ও.এন্ড.ই এর অনুমোদিত সংস্থান অনুযায়ি বিধি মোতাবেক টি.ও.এন্ড.ই তে অন্তর্ভূক্তকরণ অথবা পরিবহণ পুলে জমা দেয়ার নিয়ম রয়েছে। বাপাউবোর প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়ীবিধি মোতাবেক মাঠ দপ্তরসমূহের টি.ও.এন্ড.ই তে অন্তর্ভূক্তকরণ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব প্রশাসন মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৬/০৪/২০২২ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। (খ) প্রকল্পের ইকুপমেন্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিতকরণের জন্য বাপাউবো গত ১৪.১১.২০২১ খ্রিঃ পত্র মারফত মাঠ দপ্তরসমূহকে বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর (সাবেক বোর্ড) এর আওতায় ‘বর্ণি বাঁওড় উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ক্রয়কৃত ঢাকা মেট্রো-গ-৩৫-৯৬২৪ নং সেডান গাড়িটি পরিবহণ পুলে জমা দেয়ার জন্য বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে পত্র প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতেসরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের ২২.১২.২০২১ তারিখে পত্রে উক্ত গাড়িটি পরিবহণ পুলে জমাযোগ্য নয় মর্মে জানানো হয়েছে। ওয়ারপো কর্তৃক সমাপ্ত ২টি প্রকল্পের ইকুপমেন্ট ব্যবহারের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের অনুমতির জন্য পত্র প্রেরণ করা হবে।	(ক) প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়ী বিধি মোতাবেক সংস্থাসমূহের টি.ও.এন্ড.ই তে অন্তর্ভূক্তকরণ অথবা দ্রুত পরিবহণ পুলে জমা দিতে হবে। এ বিষয়ে এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব প্রশাসন মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৬/০৪/২০২২ তারিখের সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) প্রকল্পের ইকুপমেন্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়ে ব্যবহার করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন শাখা, প্রশাসন-১ শাখা পাসম।

১৪.	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৫ অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ তৈরি/হালনাগাদকরণ।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের ১.৫ অনুচ্ছেদ তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের ১.৪ অনুচ্ছেদে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটগরি ও ক্যাটালগ তৈরি/হালনাগাদকরণ কার্যক্রম গ্রহণের কথা উল্লেখ রয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর আওতায় এবংতথ্য অধিকার সংশ্লিষ্ট কর্মপরিকল্পনাভুক্ত কার্যক্রম হিসেবে বাপাউবোর ঢাকাস্থ দপ্তরসমূহে তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে। মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত উক্ত কর্মপরিকল্পনার ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে তার বাস্তবায়নের বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নে বাপাউবো সচেষ্ট রয়েছে। (খ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চলমান ও সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত তথ্যাদি বাপাউবো'র ওয়েবসাইটে স্ব-প্রণোদিতভাবে প্রকাশ করা হয়। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৫ অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ তৈরি/হালনাগাদকরণ পূর্বক ওয়ারপোর ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। নগই কর্তৃক স্বপ্রণোধিত হয়ে প্রকল্পের তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	(ক) ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নে সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে। (খ) উপকারভোগীর সংখ্যা উল্লেখপূর্বক স্ব-প্রণোদিত হয়ে প্রকল্পের তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে।	ক)সকল সংস্থা প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট শাখা, পাসম। খ)সকল সংস্থা প্রধান এবং পরিকল্পনা উইং পাসম
১৫.	বিবিধবিষয়: (ক) করোনা ভাইরাস।	কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবেলায় এ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে জারীকৃত পত্র যথাযথভাবে প্রতিপালনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। প্রেরিত পত্রের আলোকে নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হচ্ছে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রেরিত পত্রের নির্দেশনার আলোকে পাসম কর্তৃক প্রদত্ত্ব নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে পালন করতে হবে।	সকল সংস্থা ও সকল অধিশাখা/শাখা, পাসম।

(খ) গৃহহীনদের গৃহ প্রদানের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্পের জন্য ভূমি পুনরুদ্ধার।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশব্যাপী বাপাউবো'র বাঁধের পার্শ্বের খাস জমি/অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত খাস জমি সনাক্তকরণ ও খাস জমি নির্বাচনের পর Dredged Material দ্বারা ভূমি উন্নয়ন করে গৃহহীনদের ঘর নির্মাণের লক্ষ্যে নির্বাহী প্রকৌশলীগণ সংশ্লিষ্ট জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে যোগাযোগ রেখে কার্যক্রম অব্যহত রাখছেন। সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে বাপাউবোর ড্রেজার পরিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ ও খুলনা হতে বিভিন্ন জোনের প্রয়োজন অনুসারে ড্রেজার বন্টন করে দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য প্রধান প্রকৌশলী (পুর), মনিটরিং এর দপ্তর হতে পত্র মারফত বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে অবহিত করা হচ্ছে।	ক) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ৬৪ জেলায় বেড়ী বাঁধের অধিগ্রহণকৃত/খাস জমিতে গৃহহীনদের ঘর নির্মাণের লক্ষ্যে খননকৃত মাটি (Dredged Material) দ্বারা ভূমি উন্নয়ন করে নির্বাহী প্রকৌশলীগণ জেলা প্রশাসকগণের সাথে যোগাযোগপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। খ) বাপাউবোর ড্রেজার পরিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ ও খুলনা হতে বিভিন্ন জোনের প্রয়োজন অনুসারে ড্রেজার বন্টন করে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের অগ্রগতি প্রেরণ করবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো।
(গ) বাপাউবোর একটি ডেল্টা উইং সৃজন।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান, (ক) 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০' বাস্তবায়নে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রধান ভূমিকা পালন করছে এবং বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিনিয়োগ পরিকল্পনার সিংহভাগ বাস্তবায়নে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন সংস্থাগুলো প্রধান ভূমিকা পালন করবে। "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০" সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য বাপাউবো'তে সৃজনকৃত ডেল্টা উইং কাজ করছে। (খ) ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মশালা আয়োজন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে কর্মশালার প্রস্তাবিত বাজেট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে; এবং সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারীদের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।	(ক) 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০' সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য বাপাউবোতে সৃজনকৃত ডেল্টা উইং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (খ) ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রস্তুতিমূলক সভার সিদ্ধান্তের আলোকে কর্মশালা আয়োজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো, রিফর্ম ম্যানেজমেন্ট এন্ড পলিসি রিসার্চ শাখা এবং প্রশাসন-১ শাখা, পাসম।

	(ঘ) হাওড় অঞ্চলের PIC এর কাজ বাস্তবায়ন।	হাওড় অঞ্চলের PIC এর কাজ যথাযথভাবে আগামী ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে (মন্ত্রণালয়ের পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন শাখার গত ২৩/০২/২০২২ তারিখের ৭২ নম্বর স্মারক এর মাধ্যমে ৬ জন কর্মকর্তাকে ১১টি উপজেলা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য পত্র দেওয়া হয়েছে)। সভাপতি বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে সিইজিআএস এর সাথে সমন্বয় করে হাওর মাস্টার প্ল্যান আপডেট করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) হাওড় অঞ্চলের PIC এর কাজ যথাযথভাবে আগামী ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। খ) মন্ত্রণালয়ের মনোনীত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করবে। গ) বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সিইজিআইএস এর সাথে সমন্বয় করে হাওর মাস্টার প্ল্যান আপডেট করবে।	ক) বাপাউবো ও পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন শাখা, পাসম। খ) মনোনীত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, পাসম। গ) মহাপরিচালক, বাহাজউঅ
	(ঙ) মন্ত্রণালয়ের অফিস পরিদর্শন।	সভাপতি, মন্ত্রণালয়ের প্রত্যেক কর্মকর্তাকে নিজ নিজ দপ্তর/শাখা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করেন।	মন্ত্রণালয়ের প্রত্যেক কর্মকর্তাকে নিজ নিজ দপ্তর/শাখা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করবে।	সকল কর্মকর্তা, পাসম
	(চ) বাপাউবোর কর্মকর্তাদের অফিসিয়াল মোবাইল ফোন ব্যবহার।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মোবাশশেরুল ইসলাম সভায় বলেন, বাপাউবোর কর্মকর্তাগণ কর্তৃক অফিসিয়াল মোবাইল ফোন নম্বর ব্যবহৃত না হওয়ায় যোগাযোগের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। সভাপতি বাপাউবোর সকল কর্মকর্তাদের অফিসিয়াল মোবাইল ফোন নম্বর ব্যবহারের নির্দেশনা প্রদানের জন্য মহাপরিচালক বাপাউবোকে নির্দেশ প্রদান করেন।	বাপাউবোর সকল কর্মকর্তাগণকে অফিসিয়াল মোবাইল ফোন নম্বর ব্যবহারের নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো।

৩। সভাপতি সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কবির বিন আনোয়ার
সিনিয়র সচিব

স্মারক নম্বর: ৪২.০০.০০০০.৩২.০৬.০৬৪.১৭.২১০

তারিখ: ২৯ চৈত্র ১৪২৮
১২ এপ্রিল ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) : সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ২৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে দাখিলের অনুরোধসহ।

১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

২) মহাপরিচালক , বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

৩) মহাপরিচালক , পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

৪) মহাপরিচালক, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট

৫) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), প্রশাসন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৬) সদস্য, সদস্য এর দপ্তর , যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ

৭) .... (সকল অধিশাখা/শাখা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৮) উপসচিব, রিফর্ম ম্যানেজমেন্ট এন্ড পলিসি রিসার্চ শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৯) উপসচিব, পরিবীক্ষণ শাখা-১, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১০) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), প্রধান প্রকৌশলী (পুর), মনিটরিং এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

১১) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১২) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রশাসন, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১৩) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, উন্নয়ন উইং, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১৪) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রশাসন উইং, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

খান মোঃ হাসানুজ্জামান
সিনিয়র সহকারী সচিব